প্রতিমা পূজা করিও না

(Do Not Worship Idols)

যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায় ৪-৬ পদ

আমাদের পাপ যে কতখানি গুরুতর, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি একজনকে বলেছিলাম: *"আমরা পাপ করার পর যদি অনুতপ্ত না হই এবং ঈশ্বরের কাছে সেই পাপের জন্য ক্ষমা না চাই, তাহলে তিনি আমাদের অপরাধের প্রতিফল আমাদের সন্তানদের প্রতিও বর্তান''* (যাত্রা ২০:৫)। আমার কথা শুনে সেই ব্যক্তি যে কথা বলেছিলেন, তা হল, *"না, তা ঠিক নয়; আমার ঈশ্বর কখনও তা করবেন না।''* তখন আমি তাকে বলেছিলাম, *"হ্যাঁ, আপনি ঠিক-ই বলেছেন! আপনার ঈশ্বর তা কখনও আপনার প্রতি করবেন না। কিন্তু সমস্যা হল, আপনি আপনার যে ঈশ্বরের কথা বলছেন, তার অস্তিত্ব আপনার মন ছাড়া আর কোথাও নেই। আপনি আপনার নিজের প্রতিমূর্তিতে, আপনার নিজের পছন্দ মতো, আপনার মনের মধ্যে এক ঈশ্বরকে তৈরী করেছেন। তিনি বাইবেলের ঈশ্বর নন। আর আপনি আপনার নিজের তৈরী সেই ঈশ্বরের আরাধনা করছেন।''*

প্রতিমা পূজা কী? সহজ কথায়, প্রতিমা পূজা হল, ছায়াকে *(shadow)* মেনে নেওয়া বা ছায়াতে রাজী হওয়া। প্রতিমা হল আমাদের চিন্তা বা কল্পনার দ্বারা তৈরী ঈশ্বরের আকার। তা হল ছবি বা ছায়া, তা কখনও সত্য বা কায়া নয়। আর তাই, তা সর্বদা সত্য ঈশ্বর থেকে নিচু মানের বা প্রকৃত ঈশ্বর থেকে পৃথক। এখন বিশ্বাসী আমরা যেহেতু সত্য, বাস্তব, কায়া হিসাবে ঈশ্বরকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি; আমরা কেন ছায়া বা প্রতিচ্ছবির প্রতি আমাদের ইচ্ছা ও আগ্রহকে সীমাবদ্ধ করব?

মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় আজ্ঞাটি হল এই প্রতিমা পূজা সম্বন্ধীয়। এই আজ্ঞায় ঈশ্বর আমাদেরকে এই ধরণের কোনও প্রতিচ্ছবি বা ছায়ার বশবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। কারণ, পাপে পতিত হবার পর থেকেই মানুষ আমাদের মধ্যে আমাদের পছন্দ মতো ঈশ্বরকে আকার দেবার প্রবণতা বর্তমান। এই একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত, সভ্য-ভদ্র, মানুষ আমাদের মধ্যেও এই প্রবণতা বর্তমান। আমরা সমস্ত বাস্তব বিষয়কে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরতে চাই এবং আকার দিতে চাই। এই কাজে আমরা ঈশ্বরকেও অব্যাহতি দিই না। আমরা তাঁকেও আমাদের চিন্তা, কল্পনা বা উপলব্ধির দ্বারা ধরতে ও আকার দিতে চাই। কারণ, আমরা মনে করি যে, এই পদ্ধতিতে আমরা তাঁকে আরও ভালো করে উপলব্ধি করতে পারব।

কিন্তু সত্য হল, মানুষের উপলব্ধি দ্বারা ঈশ্বরকে কখনও ধরা বা হস্তগত করা সম্ভব নয়। কোনও দর্শন বা ঈশতত্ত্ব বা কল্পনার দ্বারাই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দ্বারা তা যেহেতু অসম্ভব, সেইহেতু তিনি দয়াকরে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতিতে তিনি নিজেকে **সাধারণভাবে** প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর বাক্য বাইবেলের মধ্যে তিনি নিজেকে **বিশেষভাবে** প্রকাশ করেছেন। আবার, প্রকৃতির মধ্যে তাঁর সেই সাধারণ প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও, তার দ্বারা তাঁকে সঠিকভাবে জানতে হলে আমাদের বাইবেলের চশমা পড়ে সেই প্রকৃতিকে দেখতে হয়, কারণ সাধারণ প্রকাশ যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ, আমরা যদি ঈশ্বরকে জানতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বাইবেলের মাধ্যমেই তাঁকে জানতে হবে, এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আবার, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এই জ্ঞান কিন্তু সম্পূর্ণ নয়; কারণ বাইবেলের মধ্যেও তিনি নিজেকে আমাদের কাছে কেবল ততটুকু প্রকাশ করেছেন, যতটুকু পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের প্রয়োজন। এই কারণে, আমরা যখন বাইবেলের বাইরে ঈশ্বরকে চিন্তা করি বা কল্পনা করি, আমরা তখন আমাদের নিজেদের পছন্দ মতো ঈশ্বরকে গড়ি। আর দ্বিতীয় আজ্ঞায় এই বিষয়টিকেই নিষেধ করা হয়েছে।

প্রথম আজ্ঞায় ঈশ্বর আমাদের আদেশ করেছেন, ***"আমার সাক্ষাতে (আমি ছাড়া) তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।''*** প্রভুর এই কথার অর্থ হল, মানুষের সাধারণ ধারণা, যা শিক্ষা দেয়, এই পৃথিবীর মাটিতে বিভিন্ন ধর্ম আছে আর তাদের প্রত্যেকটিই একই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরকে জানার বিভিন্ন পথ, তা সত্য নয়। বাইবেল বলে, *"স্বর্গে কিম্বা পৃথিবীতে যদি তথাকথিত দেবদেবীরা থেকেও থাকে, যেমন লোকের ধারণা অনুযায়ী অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে- তবুও আমাদের আরাধ্য ঈশ্বর এক, তিনি পিতা, তিনিই সকলের উৎস, এবং আমাদের জীবনের লক্ষ্য। একজনই প্রভু, তিনি যীশু খ্রীস্ট, তাঁর দ্বারাই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে এবং আমাদের অস্তিত্বও তাঁরই জন্য"* (১ করিন্থিয় ৮:৫-৬)। অর্থাৎ, বাইবেলের ঈশ্বরই একমাত্র প্রকৃত এবং জীবন্ত ঈশ্বর, এবং সেই প্রকৃত ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপে জানা এবং স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, বাইবেল তাই স্পষ্ট করে আমাদের বলে: *"একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন"* (১ তীমথিয় ২:৫); *যীশু খ্রীস্টের মাধ্যম ব্যতীত কোনও মানুষই ঈশ্বরের কাছে আসতে পারে না* (যোহন ১৪:৬); *"যে পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতাকেও পায়নি"* (১ যোহন ২:২৩); *সমবিশ্বাসী ছাড়া খ্রীস্টবিশ্বাসী আর কারও সঙ্গে ধর্মীয় সহভাগিতায় মিলিত হয় না* (২ যোহন ১০ পদ)।

দ্বিতীয় আজ্ঞায় ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, *"তুমি নিজের জন্য খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরে স্বর্গে, নিচে পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচে জলমধ্যে যা যা আছে, তাদের কোনও মূর্তি নির্মাণ করিও না; তুমি তাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাদের সেবা করিও না; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর; আমি পিতাদের অপরাধের ফল সন্তানদের উপরে বর্তাই, যারা আমাকে দ্বেষ করে, তাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই; কিন্তু যারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমি তাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়া করি"* (যাত্রা ২০:৪-৬)। এখন, দ্বিতীয় আজ্ঞাটিকে উপরে উপরে দেখলে, প্রথম আজ্ঞারই অংশবিশেষ বলে মনে হতে পারে। এই কারণে রোমান মণ্ডলীতে এটিকে পৃথক আজ্ঞা বলে ধরার পরিবর্তে, প্রথম আজ্ঞারই অংশ হিসাবে ধরা হয়। তাহলে, তারা কি দশ আজ্ঞার পরিবর্তে নয় আজ্ঞায় বিশ্বাস করে? না, তারা দশ আজ্ঞায়ই বিশ্বাস করে; আর তার জন্য আমাদের কাছে যেটি দশম আজ্ঞা, তারা তাকে দু-ভাগে ভাগ করেছে। অর্থাৎ, লোভ বা লালসা সম্বন্ধীয় আজ্ঞাকে তারা দুই ভাগ করে, একটিকে নবম আজ্ঞা (প্রতিবেশির স্ত্রীতে লোভ করিও না) এবং অন্যটিকে দশম আজ্ঞা (প্রতিবেশির কোনও দ্রব্যে লোভ করিও না) বলে। কিন্তু এই পদ্ধতি ঠিক নয়। কারণ, একদিকে, লোভ সম্বন্ধীয় পাপের জন্য ঈশ্বর কখনও দুটি আজ্ঞা দিতে পারেন না; এবং অন্যদিকে, দ্বিতীয় আজ্ঞাকে প্রথম আজ্ঞারই অংশ হিসাবে ধরলে, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কীভাবে কিংবা কোন্ পদ্ধতিতে তাঁর আরাধনা করব, সে বিষয়ে কোনও আজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ, "প্রতিমা পূজা করিও না," প্রথম আজ্ঞার দ্বিতীয় অংশ নয়, এটি দ্বিতীয় আজ্ঞা।

দ্বিতীয় আজ্ঞা আমাদের যে শিক্ষা দেয়, তা হল, আমরা যেন ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনেই, ঈশ্বর যেমন ভাবে তাঁর আরাধনা করতে বলেছেন, ঠিক তা অনুসরণ করেই আমরা তাঁর আরাধনা করি। মানুষের তৈরী কোনও পদ্ধতিতেই যথার্থভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা যায় না। এই কারণে, আমরা আমাদের ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিতে কেবল সেই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করব, যেগুলির বিষয় আমাদের আজ্ঞা করা হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতির বিপরীতে বিভিন্ন রোমান মণ্ডলীতে দেখা যায়, যে সমস্ত বিষয় আজ্ঞা করা হয়েছে, তার সঙ্গে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা হয়নি বা নিষেধ করা হয়নি, এমন বিষয়ও যুক্ত করা হয়েছে। আমরা যখন স্বীকার করি যে, প্রকৃতিগত ভাবে আমরা প্রত্যেকে পাপী; তখন আমরা আমাদের চিন্তায় ঈশ্বর আরাধনায় প্রয়োজনীয় যে কোনও বিষয় আবিষ্কার করি, তা যতোই উত্তম বা সুন্দর হোক-না-কেন, তা আমাদের পাপময় প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হওয়ায়, তা কখনও বাইবেলের ঈশ্বরের আরাধনার সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। কারণ, পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত ঈশ্বরের বাক্য যা করতে পারে, পাপে পতিত কোনও মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। এই কারণেই ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে কিছু যোগ বা বিয়োগ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯)।

তাই, আমরা যখন ঈশ্বর আরাধনা করি, তখন তিনি যে পদ্ধতিতে তাঁর আরাধনা করতে আমাদের আজ্ঞা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছেন, আমাদের তা পালন করতে হবে। তার বিপরীতে আমরা যখন তাঁর আরাধনার পদ্ধতি অবলম্বন করি, আমরা তখন প্রতিমাপূজা করার পাপ করে থাকি। দ্বিতীয় আজ্ঞায় আমাদের কোনও খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা জানি, মোশি যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রস্তর ফলকে লিখিত দশআজ্ঞা নিতে সিনয় পর্বতের চূড়ায় গেছিল, তখন তার ফিরে আসতে দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে লোকেরা হারোণকে বলেছিল, ***"উঠুন, আমাদের অগ্রগামী হবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন"*** (যাত্রা ৩২:১)। তাদের কথা মতো মিসর দেশ থেকে আনা সমস্ত সোনা দিয়ে তারা একটা ঢালা গোবৎস (ষাঁড়) তৈরী করে বলেছিল, ***"হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছে"*** (যাত্রা ৩২:৪)। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের অবাক করে তা হল, এই গোবৎস নির্মাণ করার পর হারোণ লোকদের উদ্দেশে বলেছিল, ***"আগামীকাল <u>সদাপ্রভুর উদ্দেশে</u> উৎসব হবে"*** (যাত্রা ৩২:৫)। যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়ে ঈশ্বর ইতিমধ্যে মোশির মাধ্যমে দ্বিতীয় আজ্ঞার দ্বারা ইস্রায়েলকে জানিয়েছিলেন, ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতি কী হবে। কিন্তু হারোণ ও তার সঙ্গে সমস্ত লোক তাদের চিন্তায়, তাদের কল্পনায় ঈশ্বরকে চোখে দেখা সম্ভব, এমন আকার দিয়েছিল। আর তার দ্বারা তারা ঈশ্বরের ক্ষমতা, পবিত্রতা, মহিমা বা পরক্রমকে সীমাবদ্ধ করেছিল। প্রকৃত ঈশ্বরের প্রকৃত আকার থেকে তারা তাদের মনগড়া ঈশ্বরের আকারের দ্বারা ঈশ্বরকে খাটো করেছিল। আমাদের তৈরী ঈশ্বরের মূর্তি, তা যত বড়ো শিল্পী তৈরী করুক-না-কেন, যত বৈচিত্রপূর্ণ সৌন্দর্য তাতে প্রকাশিত হোক-না-কেন, তা সর্বদাই প্রকৃত ঈশ্বরের মহিমা বা প্রতাপ থেকে নিম্নমানের হতে বাধ্য। পাপী মানুষের তৈরী কোনও মূর্তিই ঈশ্বরের মহত্ব প্রকাশের ধারে কাছে যেতে পারে না। ইস্রায়েলীরা তাদের চিন্তায় বা কল্পনায় একটা জোয়ান ষাঁড়ের মূর্তি তৈরী করেছিল; কারণ তারা উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের এমন এক ঈশ্বরের প্রয়োজন, যিনি প্রচণ্ড শক্তি বা ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, তাদের সামনে এগিয়ে চলার পথে যে সমস্ত শত্রু আসবে, তাদের পরাস্ত করতে হলে, তাদের আরাধ্য দেবতাকে যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হতে হবে। এখন, আমাদের ঈশ্বর অবশ্যই সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি কি কেবল শক্তিমান? না, ঈশ্বরকে কেবল শক্তিশালী ষাঁড় হিসাবে চিন্তা করা মানে, তাঁর প্রেম, তাঁর ন্যায়বিচার, বা তাঁর পবিত্রতাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। আর ঈশ্বর তা কখনও বরদাস্ত করেন না। কারণ তিনি নিজের গৌরব রক্ষণে সর্বদা উদ্‌যোগী, তাঁর গৌরব কেউ চুরি করে বা খাটো করে, তা তিনি কখনও বরদাস্ত করেন না। এ বিষয়ে তিনি ধর্মময় ঈর্ষার অধিকারী *(righteous jealousy)*।

আবার গণনাপুস্তক ২১ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, প্রান্তরে হোর থেকে ইদোম দেশ প্রদক্ষিণ করে সূফসাগরের দিকে যাবার পথে, জল ও রুটির অভাবে ইস্রায়েলীরা মোশি এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বচসা করেছিল। তখন ঈশ্বর জ্বালাদায়ী সাপের দ্বারা তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। পরে তারা যখন মোশির কাছে এসে তাদের পাপ স্বীকার করেছিল, তখন ঈশ্বর মোশিকে পিতলের একটি জ্বালাদায়ী সাপ তৈরী করে পতাকার উপরে রাখতে বলেছিলেন, ও সাপের কামড়ে যারা মারা পড়ছিল, তাদেরকে সেই সাপের দিকে তাকাতে বলেছিলেন। মোশি যখন ঈশ্বরের কথা মতো পিতলের সাপ তৈরী করে পতাকার উপরে রেখেছিল, এবং সাপের কামড় খাওয়া মানুষরা তার প্রতি তাকিয়েছিল, তারা সকলে বেঁচেছিল। [এতোকাল (৪৩০ বৎসর যাবৎ) ইস্রায়েলীরা মিসরে বসবাস করায়, তারা মিসরের ধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিল। মিসরীয়রা বিশ্বাস করত, সূর্যদেবের প্রতিনিধি হয়ে তাদের রাজা (ফরৌণ) যখন তাদের উপর রাজত্ব করে, তখন তাদের রাজাকে রক্ষা করার জন্য সর্পদেবেরা সর্বদা ফরৌণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাই ফরৌণের মুকুটে একটা বীষধর সাপ এবং একটা জ্বালাদায়ী সাপের মূর্তি বর্তমান। এখন প্রান্তরে ইস্রায়েলীরা যখন সেই জ্বালাদায়ী সাপের দ্বারা মরতে শুরু করেছিল, তারা সহজেই যে কথা ভেবেছিল, তা হল, এইভাবে মিসর পরিত্যাগ করে চলে আসায়, সেই সর্পদেব তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এই শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু সেই চিন্তা যে ঠিক নয়, তা প্রমাণ করার জন্য ঈশ্বর মোশিকে সেই সাপের মূর্তি নির্মাণ করে তার দিকে তাকাতে বলেছিলেন। এখন, প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের *(Ancient Near East)* লোকদের চিন্তায় মানুষের খালি চোখে দেবতার দিকে তাকাবার অর্থ হল, সেই দেবতাকে শাপ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেওয়া। কিন্তু ঈশ্বর তাদের তা-ই করতে বলেছিলেন। আর যারা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করে, তাঁর বাধ্য হয়ে, সেই সাপের মূর্তির দিকে তাকিয়েছিল (অর্থাৎ, সর্পদেবকে অভিশাপ দিয়েছিল), তারা বেঁচেছিল]। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ঈশ্বর কোনও মূর্তি নির্মাণ করতে তাদের নিষেধ করেছিলেন, তিনিই মোশিকে সাপের মূর্তি তৈরী করতে বলেছিলেন। ঈশ্বর কেবল সেই সাপের মূর্তিটিকে ব্যবহার করেছিলেন; এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই সাপের মূর্তি তাদের রক্ষা করেনি, এই সাপ তাদের ঈশ্বর ছিল না। কিন্তু পাপী ইস্রায়েল সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা কয়েক শত বৎসর ধরে সেই সাপের মূর্তিটিকেই তাদের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়েছিল, তার সামনে ধূপ জ্বালিয়েছিল। শেষে রাজা হিষ্কিয় সেই পিতলের সাপকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, ***কারণ তা প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনায় বাধাস্বরূপ ছিল, তা ছিল এক টুকরো পিতল মাত্র*** (২ রাজা ১৮:৪)।

ঠিক একইভাবে, আমরা যখন প্রভু যীশু খ্রীস্টের মূর্তি নির্মাণ করি বা ছবি আঁকি এবং তার সামনে ধূপ-ধূনো দিই বা মোমবাতি জ্বালাই, তখন আমরাও দ্বিতীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করে থাকি। বাইবেল আমাদের তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দেয়। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট এই তিন ব্যক্তির মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনি উপাদানে, ক্ষমতায় বা মহিমায় পিতা ঈশ্বর থেকে কোনও অংশে কম নন; তিন ব্যক্তিই সমান। আর দ্বিতীয় আজ্ঞায় যখন সেই ঈশ্বরের কোনও মূর্তি নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন আমাদের কর্তব্য আমরা যেন যীশুরও কোনও মূর্তি তৈরী না করি। পৌল তাই বলেছে, ***"ঈশ্বর কোনও শিল্পীর হাতে-গড়া সোনা, রূপা বা পাথরের কোনও মূর্তি নন*** (প্রেরিত ১৭:২৯)। যিশাইয় ভাববাদীও প্রশ্ন করেছে, ***"কার সঙ্গে ঈশ্বরের তুলনা করা চলে? কীসের সাদৃশ্যে তাঁর ব্যাখ্যা করা যায়?*** (যিশাইয় ৪০:১৮)। যিরমিয় ভাববাদীও একই সুরে বলেছে, ***"তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষ পশুবৎ জ্ঞানহীন হয়েছে; প্রত্যেক প্রতিমা নির্মাতারা নিজেদের প্রতিমা দ্বারা লজ্জিত হয়। কারণ তারা ছাঁচে ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তার মধ্যে শ্বাসবায়ু নেই*** (যিরমিয় ১০:১৪-১৫)।

তাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে একথা খুবই স্পষ্ট যে, ধর্মীয় নির্দেশনা ও আরাধনার ক্ষেত্রে আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য-বিরুদ্ধ কোনও বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটাই, তখন তার দ্বারা আমরা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে থাকি। আর তাই, অনাড়ম্বর বা সহজ-সরল পদ্ধতিতে ঈশ্বরের বাক্য মেনে আসুন আমরা আমাদের ঈশ্বর নির্দেশিত পথে তাঁর আরাধনা করি। তা হয়ত তেমন দৃষ্টি নন্দনকারী নয়, তাতে হয়ত অনেকের মন ভরে না, কিন্তু তাই-ই হল ঈশ্বর আরাধনার একমাত্র পদ্ধতি, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং তা আমাদের নির্দেশ করেছেন। আসুন, আমরা প্রভুর কাছে শপথ করি, আমরা আমাদের মণ্ডলীতে ঈশ্বর আরাধনার এক সহজ-সরল ও পবিত্র মান বজায় রাখব। এ বিষয়ে আমরা কেবল তাঁরই আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য, কারণ তিনি ঈশ্বর, আর আমরা তাঁর প্রজা। আর তা যখন আমরা করব, তখন আমরা আমাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত তাঁর দয়ার বিষয় নিশ্চিত হব। কারণ তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ***"কিন্তু যারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমি তাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়া করি"*** (যাত্রা ২০:৬)। আমরা কি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবিত সম্পর্কে আবদ্ধ? আমাদের ঈশ্বর সার্বভৌম, তিনি অনন্ত, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আমরা কখনও সম্পূর্ণভাবে তাঁকে ও তাঁর কাজকে উপলব্ধি করতে পারি না। মানুষের ক্ষমতায় এমন অধরা ঈশ্বর হয়েও তিনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন। তাঁকে কি কখনও আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা, কল্পনা, দর্শন বা ঈশতত্ত্ব দিয়ে দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করতে পারি? আমরা কখনও তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে কোনও ছবি বা ছায়ার সঙ্গে পরিবর্তন করতে পারি না।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com